পুত্র পাঠাইল আপনার লইবারে
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল তথাকারে ।
চিহ্ন জানিবারে পথে থুইল রাজন
পাশাক্রীড়া বেদবিদ্যা পুরাণ পঠন ।
ধান্য যব নানা শস্য থুইল দুই ভিতে
ধনুক বিবিধ অস্ত্র তুনের সহিতে ।
নট নটী নৃত্য তথা গায়েন সুস্বর
বৃষ অশ্ব রথ সাজাইয়া করিবর ।
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল শীঘ্রগতি
সবিনয়ে বলে তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি ।
পাঠাইল নরপতি পরম আদরে
কৃষ্ণা সহ পঞ্চভাই যাবে তথাকারে ।
শুনি ধর্ম্ম রাজ তবে বিল[illegible] কেল
পঞ্চভাই পঞ্চরথে আরোহন হৈল ।

মহাভারতের কথা শুনে মঙ্গল
কাশীরাম কহে লাভ ভারতের ফল ॥

বসিল দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত
পাত্রমিত্রগণ সব দ্বিজ পুরোহিত ।
পঞ্চজন মুখে রাজা কৈল নিরীক্ষণ
হরষিত হইয়া তবে বলয়ে রাজন ॥
কে তুমি নিবাস কোথা কহ সত্য বানী
কাহার নন্দন তুমি কে তব জননী ।
মনুষ্য লোকের প্রায় নাহি লয় মনে
আকৃতি প্রকৃতি দেবমূর্ত্তি পঞ্চজনে ॥
পঞ্চজনের রূপেতে না দেখি [illegible]
সভার সমান রূপ জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ ।

কদম্ব কুসুমসম কলেবর ফুলে
বসন ভূষন ভিজে নয়নের জলে।
শীঘ্রগতি উঠি রাজা কৈল আলিঙ্গন
একে২ সম্ভাসিল ভাই পঞ্চজন।
রাজা বলে পূর্ব্বভাগ্য আমার আছিল
সেই ফলে মনের কামনা পূর্ন হৈল।
কহ শুনি তাত সেই সব বিবরন
গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন।
যুধিষ্ঠির বলে সেই গৃহদাহ নহে
জৌগৃহ কৈল পুরোচন পাপাশয়ে।
বিদুরের মন্ত্রনায় তরিলাম তাহাতে
শুনিয়ে দ্রুপদ রাজা বলে ক্রোধচিত্তে।
এত বড় নির্দ্দয় শরীর অন্ধ নৃপরাজ
নাহি ধর্ম্ম ভয় নাহি লোকভয় লাজ।

ধর্ম্মেতে রাখিল তোমা সে সব সঙ্কটে
অবিবেক পাপিগণ আপন কপটে।
াহুদোষে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন
তাহাই কেবল বলি শুনিতে এক্ষণ।
এ সকল কষ্ট চিত্তে না ভাবিহ আর
ার ধন রাজ্য বাটু সকলি তোমার।
বে কতক্ষণান্তরে বলয়ে বচন
বিভা কর ধনঞ্জয় করি শুভক্ষণ।
নিয়া কহিল রাজা ধর্ম্মের কুমার
াজা বলে যাহা ইচ্ছা বিচার তোমার।
যি কিম্বা বৃকোদর কিম্বা ধনঞ্জয়
ই জনমধ্যে কিম্বা মাদ্রির তনয়।

যুধিষ্ঠির বলে আমি মায়ের বচনে
দ্রোপদিকে বিবাহ করিব পঞ্চজনে।
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বিস্মিত নৃপতি
অধোমুখ হইয়া রাজা নিরীক্ষয়ে ক্ষিতি॥
কুন্তিপুত্র শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম অবতার
তুমি হেন বল আমি কি কহিব আর।
একপতি বহুপত্নী দেখি শুনি ক্ষিতি
লোকে বেদে নাহি শুনি স্ত্রীর বহুপতি।
পূর্ব্ব সাধুগন সব যাহা নাহি করে
সাধু সত কৃতী সব তাহা না আচরে।
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি
ইতরের প্রায় কেন কহ যুগে বানী।
যুধিষ্ঠির বলে রাজা যেমন প্রমান
পূর্ব্ব সাধুগান পথ কে করিবে জ্ঞান।

লোকে বেদে যাহা কহে জানিহ রাজন
গুরুজন বাক্য কভু না করি লঙ্ঘন।
লোকমত কর্ম্ম রাজা করিব সর্ব্বদা
কিন্তু গুরুজন বাক্য নাহিক অন্যথা।
লোকমধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ গুরুতে জননী
মাতার বাক্য কেমনে লঙ্ঘিব নৃপমনি।
মাতা মোর গুরুদেব ইষ্টদেব জানি
মাতার বচন আমি বেদতুল্য মানি।
মাতার বচন লঙ্ঘে সেই দুরাচার
যতেক সুকৃতি কর্ম্ম নিষ্ফল তাহার।
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বিস্ময় দ্রুপদ
অধোমুখে বৈসে রাজা হৈয়া নিঃশবদ।
তক্ষনে উত্তর করিলা নরপতি
নারিনু এ বুদ্ধি দিতে আমার শকতি।

তুমি আর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরোহিত সহ
এ কথা বিচার করিয়া মোরে কহ।
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত।

অন্তর্য্যামি সর্ব্বজ্ঞ সকল মুনিগণ
পাণ্ডবের বিভাহেতু করিলা গমন।
সব শিষ্যে মার্কণ্ড আইলা পরাসর
জমদগ্নি জয়মিনি অসিত দেবল
কৌতমু নিমাণ্ডব ভার্গব জরদ্ব
গর্গমুনি পর্ব্বত অগাস্ত্য জলোদ্ভব।
দুর্ব্বাসা লোমশ অঙ্গিরস তপোধন

হেতেক আইলা মুনি লিখনে না যায়
দ্বারি সব আসিয়া রাজারে শুনায়।
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা শীঘ্রগতি উঠি
আগুসরি পুনমিল ভূমে শির লুটি।
আগেতে সামিগ্র করি আছিলা রাজন
বসিবারে সভে দিলা উত্তম আসন।
পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ গন্ধে কৈল পূজা
জোড়হাতে দাঁড়াইলা পঞ্চালের রাজা।
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়
তকারণে মুনিগণ আইলা এথায়।
আছিল সন্দেহ মোর বিভার কারণ
সংসারে বিধান কর্ত্তা তুমি সর্ব্বজন।
যে বিধান কহিবে বিধান সেইমত
বিচারিয়া সব কথা দেহ এক পথ।

মুনি বলে শুন রাজা এক্ষনে কহিব
পূর্ব্বে যে বীভার সৃষ্টি কে তাহা দুর্চাব
কৃষ্ণার বিভার হেতু শ্রেষ্ঠ তবোধন
পঞ্চভাই পতি কৃষ্ণার বীভার লিখন।
সৃষ্টি স্থিতি গোচরে দেখিয়ে আমি সব
পঞ্চভাই পতি কৃষ্ণার হইবেত সব।
মুনিগন মুখে শুনি এতেক বচন
শব্দ থুইয়া নিঃশবদে রহিলা রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এত নাহি সংসারেতে
লোকে যাহা নাহি তাহা করিব কেমতে।
যথার্থ করিতে কর্ম্ম লোকে উপহাস
এমত নিন্দিত কর্ম্মে কহ কেন ভাষ।
যুধিষ্ঠির বলে আমি অন্য নাহি জানি
মায়ের বচন মোর অধিক বেদবাণী।

মুনিগণমুখে শুনিয়াছি পূর্ব্বকথা
জটিল ব্রাহ্মণী ছিল সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাতা।
যত দ্বিজগণ তিনি [illegible] অধ্যয়ন
সর্ব্ব শাস্ত্র বেদ [illegible] করেন।
পড়াইয়া পাঁচে দেই এই উপদেশ
যত শাস্ত্র হৈতে শুন কহিয়ে বিশেষ।
মাতার যে আজ্ঞা [illegible] করিবে পালন
না করিবে দ্বিজ [illegible] বেদের বচন।
লোক বেদ হৈতে গুরু শ্রেষ্ঠ আমি জানি
সব গুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণিয়ে জননী।
জননী আমারে আজ্ঞা কৈল এই মত
পঞ্চজনে বাঁটি লহ অন্য ভিক্ষা যত।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি তাহা কে বুঝিতে পারে
অধর্ম্মেতে আছে ধর্ম্ম ধর্ম্মে পাপ করে।

অধর্ম্ম কর্ম্মেতে মোর মন নাহি রহে
এ কর্ম্ম করিতে মোর চিত্ত কত দহে ।
তেকারনে বুঝিয়া এই হবে ধর্ম্ম কর্ম্ম
বিশেষে খণ্ডিতে নারি মাতৃবাক্য মর্ম্ম
তদন্তরে বলিতে লাগিলা বৃকোদর
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ধর্ম্মের উত্তর ।
বেদশাস্ত্র লোক আমি সভার বাহির
আমা সভাকার রাজা কর্ত্তা যুধিষ্ঠির ।
না মানি শাস্ত্রকে মোরা না মানি অ
পুনঃপুনে ধর্ম্ম আজ্ঞা করিয়ে পালন ।
কে লঙ্ঘিবে যে আজ্ঞা করিব যুধিষ্ঠির
অনেক সহিনু এ পঞ্চালনৃপতির ।
পুনঃ২ ধর্ম্মবাক্য করিল হেলন
অন্য জন হৈলে ছেড়ে লইতাম জীবন ।

[illegible] শ্বশুর হৈল শুক্রমধ্যে গানি
[illegible] নিজ অঙ্গে দহে ক্রোধাগিনি ।
[illegible] বেদে যদি বলি নাহি ভয় মনে
[illegible] হৈতে সর্ব্ব শাস্ত্র করহ লিখনে ।
[illegible] যুধিষ্ঠির যে আজ্ঞা করিবে
[illegible] আছয়ে শক্তি কে তাহা দুষিবে ।
[illegible] কুমারী শুনি হৈল বাহির
কৃতাঞ্জলি বন্দে সর্ব্বজ্ঞ মুনির ।
ব্যাসের চরণে ধরি সকরুণে কহে
নিস্তার করহ মোরে মিথ্যা বাক্যভয়ে ।
যেই বর যুধিষ্ঠির বলে এই কথা
যেনমতে আমার বাক্য না হয় অন্যথা
মুনি বলে ত্যজ ভয় না কর ক্রন্দন
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য নহিবে লঙ্ঘন ।

মহাভারতের কথা সুধার সাগর
কাশীরামদাস কহে শুনে সাধুনর।

ব্যাস বলে সব তত্ত্ব শুন মুনিগণ
শুনহ দ্রুপদ রাজা পূর্ব বিবরণ।
ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিলঃ দ্রৌপদী
পতি বাঞ্ছা করি শিব পূজে অনুবধি।
রচিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ নানা পুষ্প দিয়া
ঘৃত মধু উপহার বাদ্য বাজাইয়া।
অবশেষে প্রনমিয়ে পড়ি ক্ষিতিতলে
পতিং দেহিং পঞ্চবার বলে।
হেনমতে বহুকাল পুজয়ে মহেশ
তুষ্ট হৈয়া বর তারে যাচে ব্যোমকেশ।

পঞ্চস্বামী হবে তোর পরম সুন্দর
শুনিয়া বিস্ময় হয়ে কহে জোড়কর ।
কেন হেন উপহাস কর শূলপাণি
লোকে বেদে বহিষ্কার অপূর্ব্ব কাহিনী ।
মহাদেব বলে কন্যা কি দোষ আমার
স্বামিবর সদা মোরে মাগ পঞ্চবার ।
অকারনে কন্যা আর কহ রোদন
কথনে খণ্ডন নহে আমার বচন ।
পঞ্চস্বামী হবে তোর পঞ্চ মহারথি
তথাপিহ ক্ষিতিমধ্যে বোলাইবে সতী ।
পৃথিবীতে ঘুষিবেক তোমার চরিত্র
তোমার নাম নিলে লোক হইবে পবিত্র ।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈলা মহেশ্বর
গঙ্গাজলে কন্যা গিয়া ত্যজে কলেবর ।

পুনঃ সেই কন্যাজন্ম কাশীরাজ গৃহে
সেই জন্ম পতিহীন যৌবন সময়ে।
না হইল বিভা তার বহুকাল গেল
আপনারে ব্রহ্মচারি তপ আরম্ভিল।
হিমাদ্রি পর্ব্বতে তপ করে অনুক্ষণ
তপস্যা দেখিয়া চমৎকার দেবগণ।
নিকটে আইলা সবে দেখি অদ্ভুত
বিম্ম ইন্দু পবন অশ্বিনীসুত।
জিজ্ঞাসিল তপ কন্যা কর কি কারণ
এমত কঠোর তপ এ নব যৌবন।
স্বামিইচ্ছা তপ প্রায় কর বরাননে
যারে ইচ্ছা বর তোর আমা পঞ্চজনে।
এত শুনি চাহে কন্যা পঞ্চজন মুখ
নিরীক্ষয়ে দেখেন অধিক কার ক

তাহারে বরিব হেন বলিতে নারিল
অধোমুখ হইয়া কন্যা নিঃশব্দে রহিল।
কন্যার হৃদয় কথা জানি পঞ্চজন
পঞ্চজন বর তারে দিল ততক্ষণ।
ত্যজ তপ এই দেহ ত্যজ কন্যা তুমি
আর জন্মে আমি সব হবো তব স্বামী।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈলা দেবগণ
তপস্যা করিয়ে কন্যা ত্যজিল জীবন।
সেই কন্যা তব গৃহে হইল দ্রৌপদী
অযোনিসম্ভবা জন্ম হৈল যজ্ঞবেদি।
ধর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনীয় পঞ্চজন
পঞ্চজন অংশে জন্ম পাণ্ডুর নন্দন।
পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণা ধাতার নির্ম্মাণ

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান।

অগস্ত্য বলিল সত্য কহিল দ্বৈপায়ন
আমি যাহা জানি শুন কহিয়ে রাজন।
এক কালে পূর্ব্বে যম যজ্ঞ দিক্ষানিল
যম অহিংসক হেন প্রাণি না মরিল।
মনুষ্যে পূরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হৈল
সভে আসি ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল।
শুনি ব্রহ্মা চলিল সহিত দেবগণ
নৈমিশ কাননে যজ্ঞ করয়ে শমন।
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষিল
কি কর্ম্ম করহ বলি বিধাতা বলিল।

সৃষ্টির উপরে আমি দিল অধিকার
পান পুনঃ বুঝি দণ্ড দিবে সভাকার।
তাহা ছাড়ি তুমি আসি যজ্ঞে দিলে মন
[illegible]ার বাক্য লঙ্ঘিতে না চাহি সমন।
শুনিয়া সমন কহে করি জোড় পানি
মোর শক্তি এ কর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি।
সব দেবগন মধ্যে আমি হৈলাম চোর
ত্রিভবন উপরে [illegible]লে মোর।
ত্রৈলোক্যের রাজা হৈয়া দেব পুরন্দর
সেই যজ্ঞ করিতে পায়েন অবসর।
কুবের বরুন যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে
অনিকাম মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে।
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ
অন্য কোন জনেরে সমর্প এই কায।

যত্নে প্রবোধিয়া সভে যথাস্থানে চলে
যাইতে কনকপদ্ম দেখে গঙ্গাজলে।
সহস্র সহস্র পদ্ম ভাসি যায় স্রোতে
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সভাকার চিত্তে।
অম্লান কমলপুষ্প গন্ধে মনোমোহে
তদন্ত জানিতে ইন্দ্র পবনেরে কহে।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় বায়ু গেল শীঘ্রগতি
বহুক্ষণ নাহি দেখি চিন্তে সুরপতি।
তাহার পশ্চাতে বহ্নি পাঠাইল তুরিত
তাহার বিলম্ব দেখি হইল চিন্তিত।
তাহার পশ্চাতে পাঠাইল দুইজন
চলি গেল শীঘ্রগতি অশ্বিনীনন্দন।

হইল অনেকক্ষণ বাহুড়ি না আইল
ইন্দ্র সুরপতি তথা আপনি চলিল
তদন্ত জানিতে তবে গেল সুরপতি।
হিমালয় গঙ্গাকুলে কান্দছে যুবতি।
তার অশ্রুজলে হয় কনককমলে
খর শ্রোতে ভাসি যায় মন্দাকিনীজলে
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল দেবরাজ
কে তুমি কি হেতু কান্দ কহ নিজকার্য্য।
নয়নকুরঙ্গ বিম্ব জিনিয়া অধর
নির্ধূম জ্বলন্তানল অঙ্গ মনোহর।
মুখ তোর নিন্দে ইন্দু মধ্য মৃগনাথ
চারু ভুরু যুগ্ম ওরু নিন্দে হস্তিহাত।
কি কারণে গোপনে কান্দহ একাকিনী
আমারে বরহ যদি আজ বিরহিনী।

কন্যা বলে আমি হই দক্ষের নন্দিনী।
ছাড়িলা সংসারসুখ জন্য তপস্বিনী।
মোরে হেন কহিলে তোমারে না জুয়ায়
পাপচক্ষে চাহিলে অনেক কষ্ট পায়।
এই মত আমারে কহিল চারি জন
তা সভার কষ্ট যত না যায় কহন।
ইন্দ্র বলে কহ তারা আছয়ে কোথায়
কন্যা বলে যদি ইচ্ছা আইস তথায়।
কন্যার সংহতি গেলা দেব পুরন্দর
পর্ব্বত উপরে দেখে পুরুষ সুন্দর।
কেতকী বলিল দেব আমি তপস্বিনী
এ পুরুষ আমারে বলে উপহাস বাণী।
শিব বলে মত্ত গর্ব্বে না দেখ নয়নে
প্রতিফল ইহার পাইবা মোর স্থানে।

এই গিরিবর তুমি তোল পুরন্দর

হরের আজ্ঞায় ইন্দ্র তোলে গিরিবর ।

পর্ব্বতের গহ্বরে হরের [illegible]

চরণে নিগড় বন্ধি সাজিয়ে অপার ।

ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীরে দেখে চারিজনে

দেখিয়া হইল ভয় সহস্র লোচনে ।

করজোড়ে হরে স্তব বিষ্ণুর করিল

তুষ্ট হইয়া সদানন্দ তাহারে বলিল ।

হর বলে তোর বাক্যে হইলাম সন্তোষ

তোর হেতু ক্ষমিলাম এ চারির দোষ ।

বিষ্ণুর সদনে লৈয়া যাব তোরা সব

তার আজ্ঞা মত কর্ম্ম করিবা বাসব ।

এত বলি সভা লৈয়া গেলা ত্রিলোচন

শ্বেতদ্বীপে যথায় আছেন নারায়ণ ।

কথা কেতকীর বিবরণ
আজ্ঞা শ্রীমধুসূদন ।
তোর নাহি খণ্ডে লোভ
হইয়া ভূমিতে আছে ক্ষোভ ।
শ্য ভুঞ্জয়ে যাহা করি
ভার্য্যা কেতকী সুন্দরী ।
গিয়া হইবা নরযোনি
র তোমা পক্ষের ভাবিনী ।
প্রীতিহেতু আমিহ জন্মিব
র দুঃখ নিঃশেষ করিব ।
কেশ দিলত মহেশ
হৈলা রায় হৃষীকেশ ।
এই পূর্ব্বের কাহিনী
তকী হইলা যাজ্ঞসেনী ।

মহাভারতের কথা সুধার সাগর
কাশীদাস কহে সদা শুনে সাধু নর।

দ্রুপদ কহিল বলি শুন তপোধন
কার কন্যা কেতকী তপস্বিনী কি কারণ
কি হেতু রোদন কৈল গঙ্গাতীরে বসি
ইহার তদন্ত মোরে কহ হে মহর্ষি।
অগস্ত্য বলেন শুন তাহার কাহিনী
সত্য যুগে ছিলা তেঁহ দক্ষের নন্দিনী।
না হইল বিভা সে সন্যাস ধর্ম্ম নিল
হিমালয় মন্দিরে হরের ঠাঁই গেল।
তোমার নিলয়ে আমি তপস্যা করিব
তুমি আজ্ঞা দিলে আমি নির্ভয় থাকিব।

হর বলে থাক তুমি এই গিরিবরে
আমার নিকটে থাক কি ভয় তোমারে।
পুরুষ হইয়া তোরে যে করে সম্ভাস
শীঘ্র তুমি তাহারে আনিবা মোর পাশ।
হরের আশ্বাস পাইয়া কেতকী রহিল
একাসনে ধেয়ানেতে তনু গোঁয়াইল।
দৈবে এক দিনে তথা আইল সুরভী
পাছে যায় ষণ্ড দেখি গাভী ঋতুমতী।
পঞ্চগোটা ষণ্ড এক সুরভীর পাছে
ষণ্ডে২ মহাযুদ্ধ কেতকীর কাছে।
ষণ্ডের গর্জ্জনে কেতকীর ধ্যান ভঙ্গে
পঞ্চগোটা ষণ্ড দেখে সুরভীর সঙ্গে।
দেখিয়া কেতকী তবে ঈষত হাসিল
কেতকী হাসিল তাহা সুরভী জানিল।

উপহাস বুঝিয়া হৃদয়ে হইল তাপ
ক্রোধ হইয়া গোঁসাঁতা তাহারে দিল শাপ
নাহিক ইহাতে লজ্জা গরুজাতি হয়ি
নরযোনি হইয়া তোর হবে পঞ্চ স্বামী
পুনঃ২ জন্ম তোর হবে নরযোনি
দুইজন্ম বৃথা তোর যাবে বিরহিনী।
তৃতীয় জন্মেতে হবে স্বামী পঞ্চজন
পাইবে লক্ষ্মীর অংশ হবে বিমোচন।
একজন অংশে তারা হবে পঞ্চজন
ভেদাভেদ নহিবেক সভে একমন।
কেতকী পুছিলা তারে করি জোড়হাত
অল্পদোষে এতবড় শাপিলা নির্ঘাত।
কতকালে হবে মোর শাপ বিমোচন
এক অংশেতে কেবা হবে পঞ্চজন।

তবে আমি ভুঞ্জিবারে চাই
মোরে কহ শুনি গাই ॥
ল শুন তাহার কারণ
াংশেতে হইবে পঞ্চজন ॥
াম ত্বষ্টা মুনির নন্দন
নিলেক সকল ভুবন ॥
যবে তারে সংহারিল
মুনি তবে আগুন হইল ॥
হারিব ইন্দ্র দেখ সর্ব্ব জন
তপব্রত সব অকারণ ।
শ্বাসঘাতকী দুরাচার
ছে কুর্ম্ম এ পাপির ভার ।
এ মোর তপেতে আছিল
মৌনব্রত কাহা না হিংসিল ॥

হেন পুত্র মারে মোর দুষ্ট দুরাচার
বিশ্বাষ করিয়ে তবু করিল সংহার।
আজি দৃষ্টিমাত্রে ভস্ম করিব তাহারে
এত বলি মুনিবর ধায় ক্রোধিবলে।
দুইপাটি দশন ঘন করে কড়মড়
দেখি সব সুরাসুর পলায় ওড়ুরড়।
বায়ু বলে দেবরাজ নিশ্চিন্তে আছহ
সক্রোধে ত্বষ্টামুনি আইসে দেখহ।
করেকর কচালে গুরত্তে মারে চড়
ক্ষিতি কাঁপে চলিতে চরণ তড়বড়।
দীঘল জটিল দাড়ি করে নড়বড়
সঘনে গর্জয়ে যেন ঘন গড়গড়।
নাশার নিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড়
নেত্রানলে পোড়ে বন শুনি চড়চড়।

নং জিহ্বা ধরি দিতেছে কামড়
ভুজে ঠেকি ভাঙ্গে বৃক্ষ শুনি মড়ং ।
মোর বোলে সুরপতি বাহনে না চড়
আগু হৈয়া অর্দ্ধপথে পায়ে গিয়া পড় ।
দুই হাতে বান্ধি দেহ চরণেতে পড় ,
গলায় কুঠারি বান্ধি দন্তে দেহ খড় ।
নতুবা পলাও শীঘ্র আইল নিয়ড়
রহিলে নাহিক রক্ষা কহিলাম দড় ।
শুনি ইন্দ্র ভয়েআত্মা করে ধড়ফড়
নাগুরে মুখেতে বাক্য হইল যেন জড় ।
কোথায় লুকাব হেন না দেখি আহড়
আনিবারে কৈল আজ্ঞা যত হস্তিযুড় ।
ঐরাবত আদি যত হস্তী বড়ং
ভুর্দ্দিগে বেড়িয়া রাখিলে যেন গড় ।

তৃষ্ণার দেখিয়ে ক্রোধ ইন্দ্র হৈল ত্রা
কোথা যাব রক্ষা পাব গেলে কার পাশ
নিকটেতে ইন্দ্রের আছিল চারিজ
চারিজনে চারি অংশ কৈল সমর্প
পঞ্চ প্রাণি পঞ্চ আত্মা কৈল পুরন্দর
এক আত্মা ধরিয়া রহিল কলেবর।
আর চারি আত্মা সমর্পিল চারি
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীকুমার দুই ভাই।
হেনকালে উপনিত তৃষ্ণা মহাঋষি
দৃষ্টমাত্রে পুরন্দরে কৈল ভস্মরাশি।
ইন্দ্রে ভস্ম করিয়া বসিল ইন্দ্রাসনে
আমি ইন্দ্র বলিয়া বলিল দেবগণে।
কেতকির পুত্রি তবে সুরভী বলিল
হেনমতে ইন্দ্র তবে পঞ্চপ্রাপ্তি হৈল

সেই পঙ্ক অংশ হৈতে হৈল পঙ্কজন
তুমি তার ভার্য্যা হবে না যায় খণ্ডন ।
কেতকী বলিল কহ শুনিগো জননী
কিসেতে পাইলা প্রাণ পুনর্ব্বজ্রপাণি ।
গাধি বলে ত্বষ্টা ইন্দ্রে করিয়া সংহার
আপনি হইল ইন্দ্র স্বর্গে অধিকার ।
দেবগণ গিয়া তবে ব্রহ্মারে বলিল
ইন্দ্র বিনা আমি সব রহিতে নারিল ।
ভাঙ্গিল ইন্দ্রের সভা দেবের নগর
নৃত্য গীত নাহি হয় অপ্সরি অপ্সর ।
অনুক্ষণ হইল অসুর উপদ্রব
এই হেতু রহিতে নারিল আমি সব ।
এত শুনি ব্রহ্মা পাঠাইলা নারদেরে
নারদ কহিলা সব ব্রহ্মার গোচরে ।

ইন্দ্রত্ব লইলে মুনি কর ইন্দ্রকার্য্য
ইন্দ্র বিনা ওপদ্রব হইল সর্ব্ব রাজ্য ।
মুনি বলে ইন্দ্রত্বে মোর কোন প্রয়োজন
জপ তপ ব্রতে মোর যায় অনুক্ষন।
যাহার ইন্দ্রত্বে ইচ্ছা সে লওক আসি
ত্বষ্টা মুনি বলিয়া চলিলা মহাঋষি ।
ইন্দ্রের কহিল বার্ত্তা সৃষ্টির কারন
বিনা ইন্দ্রে ইন্দ্রত্ব করিবে কোন জন।
আপনি ইন্দ্রত্ব যদি না করিবে মুনি
ক্রোধ তাজি বাঁচাইয়া দেহ বজ্রপানি।
বিধাতার সৃষ্টি রাখ আমার বচনে
শুনিয়া স্বীকার তবে কৈল তপোধনে ।
ইন্দ্র ভস্ম যে ছিল অগ্নেতে আনি দিল
শান্ত দৃষ্টে চাহি ত্বষ্টা মুনি জিয়াইল ।

দেবরাজ পুনঃ পায় প্রাণ
কহিল এই কথন পুরাণ।
সুরভি গেলেন নিজ স্থানে
কতকী চিত্ত করয়ে ধেয়ানে।
বসি কান্দে পড়ে অশ্রুজল
ব্য হয়তথা কনককমল।
লিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল
থাকিয়া ডাকি দেবগন কহিল
অগস্ত্য এই কিছু নহে আন
বের হেতু কুষ্মার নির্ম্মাণ।
র শুভ কর্ম্ম সুরপতি ডাকে
পুষ্পবৃষ্টি করে ঝাকেঝাকে।
াইয়া দিল দিব্য অভরন
কুণ্ডল হার বলয়া কঙ্কন।

অম্লান অমর পারিজাত পুষ্প রাজ
চিত্ররথ সহ দিল অঙ্গনাসমাজ।
হেন কালে আইলা শ্রীরাম নারায়ণ
দ্বারকা নিবাসি যত স্ত্রী পুরুষগন।
বিভার মঙ্গল দ্রব্য বসুদেব লৈয়া
স্ত্রীগন লৈয়া আইলা গরুড়ে চড়িয়া।
আইল্ল দেবকী দেবী রোহিনী রেবতী
রুক্মিনী কালিন্দি সত্যভামা জাম্বুবতী।
নগ্নজিতা মিত্রবৃন্দা ভদ্রা সুলক্ষনা
আর যত যদুনারী কে করে গননা।
নানা রত্ন আনিল ভূষন অলঙ্কার
দশ কোটি অশ্ব দশ কোটি রথ আর।
দশ কোটি মাতঙ্গ বৃষভ অগনন
ওটখর সকটে সকট পুরি ধন।

দিল কৃষ্ণ বির্ম্মের নন্দনে
ইলা কৃষ্ণ প্রীতের কারিনে ।
তুলে প্রনমিলা পঞ্চজন
সম্ভাসিয়া যত যদুগন ।
রাজাগন পাইয়া বারতা
যগু লৈয়া শীঘ্র আইলা তথা
সম্ভাসা করিল সর্ব্বজন
বিল পুজা দ্রুপদ রাজন ।
র কথা অমৃতসমান
হে সদা সাধু করে পান ।

দেবগন আলেন সভায়
আজ্ঞা দিল পঞ্চালেররায় ।

পঞ্চভাই বসাইল পঞ্চ সিংহাসনে
হরিদ্রা পিঠালি গন্ধ কৈল ওর্দ্ধ তুনে।
পঞ্চতীর্থ জল আনি স্নান করাইল
ইন্দ্রের অলঙ্কারে ভূষণ করাইল।
বিভার যপিল যত হইয়া সুবেশ
রত্নবেদি মধ্যস্থলে হইল প্রবেশ।
সিংহাসনে বসাইল দ্রোপদী সুন্দরী
পঞ্চভাই সাতবার প্রদক্ষিন করি।
পঞ্চজন অগ্রে বেদিমধ্যে বসাইল
পঞ্চভাই হস্তে হস্তে বন্ধন করিল।
কৃষ্ণা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি যুধিষ্ঠির হাত
তর্জুনিতে বৃকোদর মধ্যাঙ্গুষ্ঠে পার্থ।
নকুল অনামাঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ
ক্রমে পঞ্চজন কৃষ্ণা করাইল দৃষ্ট।

দ্বাদশ বৎসর হেথা নাহি গতায়াত
বড় ভাগ্য হস্তিনা কি হেতু জগন্নাথ।
কহ কিছু জান যদি পাণ্ডবের বার্ত্তা
কোন দেশে কোন রূপে আছে তারা কোথা
রৈল কি বাঁচয়ে কিছু না জানি তদন্ত
কেবল ভরসা এই আছে বিশ্ববন্ধু।
হাহা কুন্তি হাহা বিশ্বপুত্র যুধিষ্ঠির
তোমা না দেখিয়া আছে এ পাপ শরীর।
এত বলি বিদুর পড়িল মূর্চ্ছা হৈয়া
দুই হাতে ধরি কৃষ্ণ বসাইল তুলিয়া।
হাসিতে বিদুরে তবে কহে জগন্নাথ
ভাল বার্ত্তা লহ তুমি হৈয়া খুড়াতাত।
পাণ্ডবের বিভা বলি ত্রৈলোক্য জানিল
এক লক্ষ রাজা সহ দলে আসিছিল

বার্ত্তা উপরন্তে তার তৃতীয় দিবসে
দণ্ডভগ্ন দুর্য্যোধন উত্তরিল দেশে।
যাবার সময়ে গেল দশ অক্ষোহিনি
পঞ্চ অক্ষোহিনিতে আইলা নৃপমনি।
কারু রথে নাহি ধ্বজা দণ্ডি দণ্ড কাটা
কারু হাত পদাদি [illegible] বোঁচা ঘঁটা।
কারু মুখে নাহি কথা [illegible]
নাহিক চামর ছত্র নাহি নিশান।
বাপের চরণে গিয়া নমস্কার কৈল
আশীর্ব্বাদ করি অন্ধ বার্ত্তা পুছিল।
কহ তাত যুধিষ্ঠির সহিত মিলিলে
গলাগলি করিয়া সস্নেহে বিদা দিলে।
কি রূপে পাণ্ডব সহ হইল মিলন
আইলা কিবা সঙ্গেতে পাণ্ডব পঞ্চজন

এক্ষনে কি হইবেক ইহার উপায়
শিয়রে হইল শত্রু শমনের প্রায়।
এই সন্নিকটে যদি উপায় নহিবে
পশ্চাতে ইহার বড় অনর্থ হইবে।
লোক পাঠাইয়া দিয়ে দ্রুপদের স্থানে
নিভৃতে কহুক গিয়া তুলিয়া কানে।
সহস্রেক রথ দিবে সহস্রেক হাতি
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ্য কর আমার সংহতি।
সখা হবো ধৃষ্টদ্যুম্ন তব পুত্র সহ
আমার পরম শত্রু পাণ্ডবে মারহ।
নতুবা পাঠাই এ সুরূপা নারীগণ
পাণ্ডবের সহ রহুক করুক কথন।
দ্রোপদিরে তাহার হউক অনাদর
তবে ক্রোধ করিবে দ্রুপদ নরবর।

একেত জামাতা আর দ্বিতীয়ে বলিষ্ঠ
একনে কি দ্রুপদের আছে পুর্ব্বদৃষ্ট ।
সুহৃদভেদী দ্বিজ তার কি করিতে পারে
ভেদ না হইল পঞ্চ স্বামী একনারী ।
ভীমেরে মারিয়ে হেন আছে কোনজন
কত না করিলা পূর্ব্বে আছিল যখন ।
বিষ দিলে নানা জন্ত্র গাস্ত যুনি ছিলে
অবশেষে জৌগৃহে দাহন করিলে ।
কিছু না হইল যত করিলে ওপায়
এক্ষণে হইল তারে অনেক সহায় ।
নারীগন কি করিবে পাণ্ডবের ঠাঞী
চক্ষুকোনে পরস্ত্রী না দেখে পঞ্চভাই ।
যতেক ওপায় বল নাহি লয় মনে
বিনা দ্বন্দে মারা নহে পাণ্ডুর নন্দনে ।

বত না আইসে গোবিন্দ যদুবলে
ত না পায় বার্ত্তা নৃপতি সকলে।
নির মধ্যে গিয়া নগর বেড়িব
পুত্র দ্রুপদ সহ পাণ্ডবে মারিব।
কর্ণের বচন শুনি অন্ধ নৃপবর
সাধু২ বলিয়া প্রশংসে বহুতর।
এ বিচার করিতে তোমারে যোগ্য দেখি
কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরে আন ডাকি২
সবার মত দেখি কি করে যুকতি
এত বলি সভারে আনিলা শীঘ্রগতি।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম কহে সাধু সদা করে পান।

রাজার আদেশে আইলা যত মন্ত্রিগণ
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য দ্রোণের নন্দন ।
ভুরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লিক বিদুর
কুলে শীলে বুদ্ধি বলে খ্যাত ত্রিপুর ।
ধৃতরাষ্ট্র বলে অবধান ভোজ তাত
শুনিল পাণ্ডব জিয়ে সহ কুন্তি মাতা ।
এতকাল কোথা ছিল লুকাইয়া কেনে
কিছুত ইহার আমি না বুঝি কারণে ।
হেন বুঝি চিত্তে প্রায় আমারে আক্রোশ
আমি তো সভার স্থানে নাহি করি দোষ ।
তবে কেনে গুপ্ত রূপে পঞ্চালে থাকিয়া
বিভা কৈল পঞ্চভাই মোরে না বলিয়া ।
কহ কি করিব এবে বিধান ইহার
শুনিয়া উত্তর কৈল গঙ্গার কুমার ।

তব পুত্রাধিক তোমা সেবেত পাণ্ডব
তাহে তায় পুত্রাধিক করিতে গৌরব।
কি বুদ্ধি হইল তোমা না জানি কারণ।
বারণাবতেতে পাঠাইলা পুত্রগণ।
না জানিয়ে তথায় কি কৈল পুরোচন
জৌগৃহে দগ্ধ কৈল বলে সর্ব্বজন।
ত্রিভুবন ঘতি মোর অপযশ হইল
আপনি থাকিয়া ভীষ্ম এতেক করিল।
যেই দিন জৌগৃহ হইল দাহন
তোমাদিগে নাহি চাহি মেলিয়া নয়ন
জননী সহিতে জিয়ে পাণ্ডুর কুমার
ইহাতে অধিক রাজা কি ভাগ্য তোমার।
অপযশ অধর্ম্ম সকল তব গেল
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম উদয় হইল।

এক্ষনেতে এই কর্ম্ম করহ রাজন
পাণ্ডুপুত্র সহ কর সন্ধিতে মিলন।
আমি একা নহি গুরু সভার বিচার
যেন তুমি তেন পাণ্ডুনৃপতি আমার।
যেন কুন্তি তেন বধু গান্ধারনন্দিনী
যেন যুধিষ্ঠির তেন দুর্য্যোধনে মানি।
ইথে ভেদাভেদ কভু নাহিক রাজন
পাণ্ডুপুত্র সহ তোর দ্বন্দ কি কারণ।
তার বাপ পাণ্ডু ছিলা পৃথিবীর রাজা
তাহার সকল সৈন্য রাজ্য ধন প্রজা।
সে জিয়ন্তে তাহারে ত্যজিবে কোন জন
তব হিতহেতু তেঞী বলিয়ে রাজন।
অন্ধ রাজা দিয়া কর পাণ্ডবেরে মন
পৃথিবী যুড়িয়া রাজা হব তোর যশ

কীর্ত্তি রাখ নৃপতি কীর্ত্তি সে বড় ধন
অকীর্ত্তিতে অভাজন জিয়ন্তে মরণ।
কীর্ত্তি রহে নরপতি যাবত ধরণি
যত পূর্ব্বদোষ খণ্ডিবেক নৃপমণি।
ভীষ্মের বচন অন্তে বলে দ্রোণ গুরু
সর্ব্ব গুণবান তুমি যেন কল্পতরু।
আপনার হিত তরে বিচার কারণ
ধৃতরাষ্ট্র আনিয়াছ সব মন্ত্রিগণ।
তে কারণে হিতকথা চাহি কহিবারে
শুনহ ক্ষত্রিয়গণ মোর যে বিচারে।
ধর্ম্ম অর্থ যশ শ্রেয় সভার কল্যাণ
সকলি কহিলা গঙ্গাপুত্র মতিমান।

এক্ষনেত এই কর্ম্ম করহ তৎকাল
প্রিয়সুহৃদ জন এক পাঠাহ পঞ্চাল।
বিভার সামিগ্রী লইয়া যগ্গিল রাজন
নানা অলঙ্কার দ্রব্য করিয়া সাজন।
দ্রৌপদীরে তুষিবে অনেক অলঙ্কারে
নানা রত্নে তুষিবেন পঞ্চসহোদরে।
পুনঃপুনঃ সন্তোষিয়া কুন্তিরে কহিবে
যেন পূর্ব্বদুঃখ স্মরি দুঃখ না হইবে।
দ্রুপদ রাজার মান্য দেহ বহু বিন
প্রত্যক্ষ করিবা তাহা সভা পুত্রগন।
হেন জন পাঠাহ সুশীল সত্যবাদী
পাণ্ডব তোমার প্রতি করে তার বুদ্ধি।
এতেক বচন যদি বলে ভীষ্ম দ্রোন
ক্রোধমুখে উত্তর করিল বৈকর্ত্তন।